নবগঙ্গা নদীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছেন ঝিনাইদহের ডিসি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও নদী পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে শহরের নবগঙ্গা নদীর ক্যাসেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৩ দিন ব্যাপী এই পরিচ্ছন্ন অভিযানের উদ্বোধনে নিজ হাতে পরিস্কার করছেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। সেসময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার দাস, উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী মহসিন উদ্দিন, ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটনসহ অন্যান্যরা।

জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে এ অভিযান চলবে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শহরের পাশে ক্যাসেল ব্রিজ ত্রিমোহনা থেকে চাকলাপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত নদীর দুই পাড় পরিস্কার, কচুরিপানা অপসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে কোটি টাকার লোকসানে দুই সমিতির জেলেরা

হাইকোর্টের নির্দেশে নবগঙ্গা নদীর বাঁধ অপসারণ করছে প্রশাসন। কিন্তু নিরিহ ইজারাদারদের কি হবে সে কথা ভাবেনী নদী কর্তৃপক্ষ। আর তাইতো কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পথে বসতে যাচ্ছে জেলেরা।

চাঁদপুর বাওড়, পৌলানপুর রুপদহ শাপলা সমিতির সভাপতি আব্দুল আলিম বলেন, আমরা সরকারের সকল প্রকার নিয়ম নীতি মেনে ১৬-০২-২০২২ ইং তারিখে (৩ ফালগুন, ১৪২৮ বাংলা) ঝিনাইদহ জলমহলটির ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেন, ১৪২৮-১৪৩০ সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে বার্ষিক ৬,৬০,০০০(ছয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ইজারা মূল্যে দিয়ে বাড়ও ইজারা নিয়ে কোটি কোটি ব্যয় করে মাছ দিয়েছি আর কিছুদিন পরই মাছ ধরা হবে।

কিন্তু আমাদের কোন প্রকার নোটিশ অথবা না জানিয়ে রাতের আধারে বাঁওড়ের বাঁধ কেটে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। হরিণাকুন্ডু সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সরেজমিনে থেকে বাঁধ অপসারণ করেছেনে। এসময় আমরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশেই বাঁধ অপসারণ করা হচ্ছে। আমরা হাইকোর্টের নির্দেশানা দেখতে চাইলে তিনি কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারেননি।

এছাড়াও স্থানীয়দের নিকটও চড়াদরে মাটি বিক্রিয় করেছেন তিনি। এব্যাপারে স্থানীয়দের নিকট জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, আমরা এমনি এমনি মাটি নেয়নি ৯’শত থেকে ১ হাজার ১২ শত টাকা দিয়ে মাটি ক্রয় করেছি।

সমিতির সভাপতি আরো বলেন, সরকারের বেঁধে দেওয়া সময় অনুয়ায়ী আমাদের হাতে আরো ২ মাস সময় রয়েছে। কিন্তু সময়ের আগে কোন কিছু না জানিয়ে বাঁধ অপসারণ করে আমাদের পথে বসিয়েছেন প্রশাসন। হঠাৎ বাঁধ কেটে দেওয়ায় এক দিকে যেমন কোটি কোটি টাকার মাছ উন্মুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে এলাকার শতশত মানুষ মাছ ধরে নিয়েছেন।

অন্যদিকে হিজলি কাপাশহাটিয়া ঘোরদহ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ইন্দ্রজিত হালদার এলাকার দূস্থ জেলেদের নিয়ে সরকারের সকল প্রকারের নিয়ম নীতি মেনে ১৪,১৫,০০০ চৌদ্দ লক্ষ পনের হাজার টাকা ব্যাংক চালান ফরম টি,আর ফরম নং (এস,আর,৩৭ দ্রষ্টব্য) টাকা দিয়ে বাওড় ইজারা নিয়েছেন। যা বুঝে পাওয়ার আগেই হঠাৎ করেই বাওড়ের বাঁধ কেটে দেওয়ায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

চলতি সমিতির মেয়াদ শেষ হতে ২ মাস বাকি নতুন সমিতি বুঝে পাওয়া আগে বাঁধ অপসারণে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে জেলেরা আর তাইতো জেলেদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন প্রশাসন এমনটাই দাবি ক্ষতিগ্রস্থ দুই সমিতির জেলেদের।

এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু উপজেলা সহকারী কমিশন (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপমা রায় বলেন, আমি কিছুই বলতে পারবো না, আপনি ডিসি স্যারের সাথে কথা বলেন।

ঝিনাইদহে নবগঙ্গা নদীর বাঁধ অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদী দখলমুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে সদর উপজেলার জাড়গ্রামসহ ৫ টি গ্রামের মৎস্যজীবি ও বাসিন্দারা।

কর্মসূচিতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এলাকাবাসী, মৎস্যজীবীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় স্থানীয় মৎস্যজীবি বিমল কুমার, মহন্তলাল, জয়গোপাল, পরিতোষ কুমার, কৃষক ওসমান গণি, আমিরুল ইসলাম, গোলাম মওলা, ট্যাংরা বিশ্বাস, গোলাম মোস্তফা, কামরুল ইসলাম, আবুল কালাম, সবুর হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সদর উপজেলার জাড়গ্রাম, হামিরহাটি, চাঁদপুর, হাকিমপুর ও রাউতাইল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদীর ৮ টি স্থানে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে পার্শবর্তী হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রভাবশালী ফজলু মালিথা, রবিউল ইসলামসহ দখলদাররা। স্থানীয় কৃষকরা নদীতে গেলে তাদের মারধর করা হয়। এমনকি নদীর পানিও ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। তাই দ্রুত বাঁধ অপসারণ করার দাবি তাদের। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।